দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

গ্রন্থ উন্নয়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বহুমুখী কার্যক্রম

মোহাম্মদ আজম

জাতীয় উন্নয়নে বইয়ের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করা, গ্রন্থ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা, গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন করা এবং সর্বস্তরে বইয়ের ব্যবহার ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৬২ সালে ইউনেস্কোর ঘোষণা ও তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে "ন্যাশনাল বুক সেন্টার ফর পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা ছিল। স্বাধীনতার পর এই শাখাটি "জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ" রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভালো বই প্রকাশ করা এবং পুস্তক প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টদের সকল পক্ষকে অবহিত করা; পুস্তক প্রকাশনা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা; পুস্তক প্রকাশনা শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদিতে যোগদানের ব্যবস্থা করা বা ঐলক্ষ্যে সাহায্য-সহযোগিতা দান করা; সমাজের সর্বস্তরে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার জন্য সরাসরি নিজস্ব কর্মসূচীর পাশাপাশি অপরাপর সংস্থা ও পেশাজীবীদের মাধ্যমে সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা দান, দেশে বিদেশে গ্রন্থ প্রদর্শনী, গ্রন্থমেলার আয়োজন করা ও যোগদান করা বা যোগদানেচ্ছু প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা দান করা; দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা দান করা, পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত পেশাজীবী সংগঠন ও সমিতিসমূহকে সহযোগিতা দান, সুপ্ত ও সম্ভাব্য পাঠককে সক্রিয় পাঠক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক প্রকাশ ও বিপণনের ব্যবস্থা করা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে বিনিময় করা; দেশে সুষ্ঠুভাবে পুস্তক বিপণনের উপযোগী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজস্ব বিপণন উন্নয়ন প্রচেষ্টাসহ অন্যান্য সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় উৎসাহ ও সহযোগিতা দান; নিয়মিত দায়িত্ব হিসাবে দেশে প্রকাশিত পুস্তকের জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার চালু করা; প্রকাশনা শিল্পের প্রয়োজনে তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে উক্ত তথ্য বিতরণ করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সূচী, চলতি বইয়ের তালিকা, পুস্তক প্রকাশনা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবীদের উপযোগী ম্যানুয়াল, হ্যান্ডবুক, ডাইরেক্টরী ইত্যাদি প্রস্তুত, প্রকাশ ও বিতরণ করা। এ অঞ্চলে পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য দেশের সংস্থা ও আন্তর্জাতিক পেশাদারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের

(১১-এর পৃঃ দ্রঃ)

চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশের সার্বিক গ্রন্থোন্নয়নে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলো হল ১ কোটি ৮৩ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন গ্রন্থ উন্নয়ন কর্মসূচী এবং অপরটি হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলা ও থানা পর্যায়ে বেসরকারী গ্রন্থাগারসমূহকে সহায়তা প্রদান।

সহায়তা দান করা। কিন্তু জাতীয় উন্নয়নে বইয়ের তাৎপর্যময় ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে এর কার্যক্রম আরো অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে : বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের স্বরূপ উদঘাটন, সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ অন্বেষণ ও এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং পেশাজীবী গ্রুপের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ দান করা; পুস্তকের চাহিদা ও পাঠাভ্যাসসহ পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিশ্বে নবউদ্ভাবিত প্রযুক্তির অর্থবহ প্রয়োগের ব্যবহারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো। গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট

বহুমুখী কার্যক্রম

(৯-এর পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, পুস্তকের উৎপাদন, উন্নয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিতরণ ও বিপণনের কাজে সরকার এবং ইউনেস্কোসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা। উপরোল্লিখিত এ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদনে প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক হতে পারে এমন অন্যান্য কাজ ও বিষয় সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা।

চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশের সার্বিক গ্রন্থোন্নয়নে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলো হল ১ কোটি ৮৩ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন গ্রন্থ উন্নয়ন কর্মসূচী এবং অপরটি হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলা ও থানা পর্যায়ে বেসরকারী গ্রন্থাগারসমূহকে সহায়তা প্রদান।

গ্রন্থ উন্নয়ন প্রকল্পে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পুস্তক শিল্পের বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং কর্মশালার আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমান ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থ প্রদর্শনী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রন্থ ভবনের সম্প্রসারণ, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভ্রাম্যমাণ বুকভ্যান ক্রয়, এশীয় বইমেলাসহ বিভিন্ন ধরনের বই মেলার আয়োজন, জরিপ প্রভৃতি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৫ লাখ ও ৫০ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

দেশে থানা পর্যায়ে বেসরকারী গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং উন্নততর বেসরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জেলা ও থানা পর্যায়ে বেসরকারী গ্রন্থাগারসমূহকে সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে গ্রন্থাগারসমূহের জন্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়, গ্রন্থাগার ভবন মেরামত ও সংস্কার ও আসবাবপত্র ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতা দেয়ার কর্মসূচী এগিয়ে চলেছে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠান এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। প্রতি বছর জাতীয় গ্রন্থমেলা আয়োজন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা, আন্তর্জাতিক বইমেলা এবং বিষয় ভিত্তিক বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ সব গ্রন্থমেলা দেশের সর্বস্তরের পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থ সচেতনতা সৃষ্টি ও লেখক প্রকাশক, গ্রন্থ বিক্রেতা, গ্রন্থাগারিকসহ গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও প্রচারের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এছাড়া বইয়ের প্রচার বৃদ্ধি করা, বইয়ের সুপ্ত ও প্রান্তিক ক্রেতাদের বই ক্রয়ে আগ্রহী করে তোলাসহ দেশের সামগ্রিক গ্রন্থোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেও সহায়তা করে।

সরকার চলতি অর্থ বছরে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোকে বই ক্রয়ের জন্য ৫৮ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে। দেশের প্রায় ছয়শত গ্রন্থাগারকে এই বরাদ্দ থেকে অনুদান দেয়া হয়। এই অনুদানের অর্ধেক অর্থ হিসাবে এবং বাকী অর্ধেক বই-এর মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। পূর্বে গ্রন্থাগারগুলোর প্রকৃত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য না রেখে অনুদানের বই সরবরাহ করা হত। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গ্রন্থাগারগুলোর প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা অনুযায়ী বই সরবরাহের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সরকার বিদেশী বইয়ের আমদানী নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্থানীয় বইয়ের রফতানী বৃদ্ধি করার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর সফলতা শুধু সরকারের একার উপরই নির্ভর করে না গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

-পিআইডি ফিচার